# টাউট আইন, ২০২৪

(২০২৪ সালের --------- নং আইন)

যেহেতু The Touts Act, 1879 (Act no. XVIll of 1879) এর টাউট সংক্রান্ত বিধানসমূহ রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া পৃথকভাবে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু আদালত ও আইনজীবির পরিমন্ডল হইতে বিভিন্ন সরকারি অফিসে টাউটের পদচারণা বিস্তার লাভ করায় বিষয়টিকে সার্বিক পদক্ষেপ (holistic approach) হিসাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু সমসাময়িক জীবনাচারে প্রোথিত ও একীভূত হওয়া এজেন্ট ও ব্রোকারের কার্যক্রম হইতে টাউটের কর্মকান্ডকে পৃথকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলো-

**ধারা-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।–**

(১) এই আইন টাউট আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

**ধারা-২। সংজ্ঞা।**–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) **"আইন পেশাজীবী"** (লিগ্যাল প্রাকটিশনার) অর্থ The Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (পিও-৪৬/১৯৭২) এর ২(এ) অনুযায়ী একজন এ্যাডভোকেট বা রাজস্ব এজেন্ট;

(২) **"আইনজীবী সহকারি বা এডভোকেট'স ক্লার্ক"** বলিতে The Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Rules, 1972 এর অধীন প্রণীত Rules for Registration of Advocates Clark এর ১নং রুলে বর্ণিত রেজিস্টার্ড ক্লার্ককে বুঝাইবে।

(৩) **'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী'** অর্থ বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), কোস্টগার্ড, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি)সহ অনুরূপ আধা-সামরিক ও অসামরিক বাহিনীকে বুঝাইবে।

(৪) **উপযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা প্রতিনিধিঃ** অর্থ এই আইনে বর্ণিত আদালত বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা বা লিখিতভাবে এই আইনের অধিনে অভিযোগ দায়েরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী বা প্রতিনিধিকে বুঝাইবে;

(৫) **'এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট'** অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর ধারা ১০ এর যথাক্রমে উপধারা (৬) এ বর্ণিত Executive Magistrate;

(৬) **"এজেন্ট"** বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে-

(ক) যিনি কারোর প্রতিনিধি বা দূত বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি হিসাবে অন্যের জায়গায় কাজ করার জন্য অনুমোদিত; বা

(খ) যিনি বা যাকে আইনতঃ অন্য ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে কাজ করার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়; বা

(গ) যিনি তিন ধরনের এজেন্টের মধ্যে-

(অ) অ্যাটর্নি, যারা আইনি বিষয়ে তাদের ক্লায়েন্টদের প্রতিনিধিত্ব করে; বা

(আ) ব্যবসায়িক প্রতিনিধি, যাকে বিনিয়োগকারী তৃতীয় পক্ষের সাথে আলোচনা ও অন্যান্য লেনদেনে প্রতিনিধিত্ব করা বা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিয়োগ করেন; বা

(ই) কর্মের প্রতিনিধিত্ব বা কায়েম মোকাম যিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া কোন অফিসিয়াল কর্ম সম্পাদনে মূল মালিকের প্রতিনিধিত্ব করেন; বা

(ঘ) অ্যাটর্নি বা প্রতিনিধি বা দূত বা কায়েম মোকাম সাধারনতঃ মূল মালিক কর্তৃক আমমোক্তারনামা বা 'লেটার অব অথরিটি' দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন;

(৭) **'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট'** অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর ধারা ১০ এ বর্ণিত District Magistrate;

(৮) **"টাউট"** বলিতে এই আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইবে; তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ টাউট গন্য হইবেন না -

(ক) ২(২) উপ-ধারায় বর্ণিত রেজিষ্টার্ড আইনজীবী সহকারি বা এডভোকেট'স ক্লার্ক;

(খ) ২(৬) উপ-ধারায় বর্ণিত অনুমোদিত এজেন্ট;

(গ) ২(১১) উপ-ধারায় বর্ণিত অনুমোদিত ব্রোকার;

(৯) **'ফৌজদারি কার্যবিধি'** অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(১০) **'বিচারক'** বলিতে প্রত্যেক দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে সভাপতিত্বকারী বিচারককে বুঝাইবে, তিনি যে উপাধিতেই আখ্যায়িত হউক না কেন;

(১১) **"ব্রোকার"** বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে-

(ক) যিনি কমিশনের ভিত্তিতে অপরপক্ষের সাথে কথা বলেন, তাদের জন্য সুবিধার ব্যবস্থা করেন বা মতবিরোধের অবসান ঘটান বা যিনি একজন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের ব্যবস্থা করেন;

(খ) যিনি একটি বিশেষ সত্তা যার পরিষেবাগুলি কিছু শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এইভাবে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে তৃতীয়-ব্যক্তি হিসাবে সুবিধা প্রদানকারী;

(গ) একটি ব্যক্তি বা ফার্ম যা একজন বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেন;

(১২) **'রাজস্ব আদালত'** বলিতে সাময়িকভাবে বলবৎ যেকোনো আইনের অধীনে ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত মামলার বিচারকারী দেওয়ানি আদালত ব্যতীত সকল ভূমি বিষয়ক আদালতকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(১৩) **'সরকারি দপ্তর'** বলিতে আদালত ব্যতীত ভূমি, রেজিস্ট্রেশন, রাজস্ব, থানা, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, প্রকৌশল, আয়কর ও শুল্ক, হাসপাতাল, পাসপোর্ট, রোড ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি অফিস, রেলওয়ে স্টেশন, টার্মিনাল, পাবলিক রিসোর্ট বা সরকারি লাইসেন্স প্রদানকারি যে কোন দপ্তর বা সরকারি সেবা প্রদান সংক্রান্ত অফিসকে বুঝাইবে।

**ধারা-৩। আইনের কার্যকারিতা।**—টাউট সম্পর্কিত বিদ্যমান অন্য যে কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

**ধারা-৪। কোন কোন ব্যক্তি "টাউট" গন্য হইবেন।**—সেই ব্যক্তি টাউট গন্য হইবেন যিনি নিম্নবর্ণিত কার্য করিবেন—

(১) যিনি আইন পেশাজীবীর নিকট হইতে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে উক্ত আইন পেশাজীবীর জন্য আইন পেশা সম্পর্কিত যেকোনো কর্মসংগ্রহ করেন, অথবা যে কোনো আইন পেশাজীবী বা আইন পেশায় সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অবৈধ অর্থের বা অবৈধ লাভের বিনিময়ে তাদের জন্য উক্তরূপ কর্মসংগ্রহের প্রস্তাব দেন; অথবা

(২) কোনো ভোক্তাকে কোন ধরণের সেবা গ্রহণ বিষয়ে কোনো সেবা প্রদানকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে কর্মসংগ্রহের প্রস্তাব দেয় বা সংশ্লিষ্টদের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে; অথবা

(৩) কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা রাজস্ব আদালত বা সরকারি দপ্তর বা কোনো পেশাজীবির দপ্তর হইতে সেবা প্রদানের আইনী পদ্ধতি থাকার পরও দ্রুত ও সহজে কাজ করাইয়া দেওয়ার আশ্বাসের ভিত্তিতে কোন সেবাগ্রহিতার কাছ হইতে অবৈধ অর্থ গ্রহণ করে বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করে; অথবা

(৪) কোনো দপ্তরের আইনী পদ্ধতিতে আবেদন প্রসেস করিতে নিয়োজিত বা লাইসেন্সধারী এজেন্ট বা ব্রোকার না হওয়া সত্বেও সেই দপ্তরের কার্য করাইয়া দেওয়ার আশ্বাস দিয়া অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করে; অথবা

(৫) কোনো মূল মালিক বা পেশাজীবির পক্ষে প্রতিনিধি বা কায়েম মোকাম হিসাবে আমমোক্তারনামা বা 'লেটার অব অথরিটি' দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হওয়া সত্বেও যদি কেউ তাদের পক্ষে কাজ করে বা করাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করে; অথবা

(৬) কোনো ব্যক্তি বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট বা ব্রোকার বা লাইসেন্সধারী না হইয়াও কেউ যদি উক্ত ব্যক্তি বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কার্যসংগ্রহের জন্য বা ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টির আশ্বাস দিয়া অনলাইনে বা অফলাইনে বিজ্ঞপ্তি দিয়া অবৈধ অর্থ গ্রহণ বা অবৈধ লাভের উদ্দেশ্যে প্রতারনায় ব্যাপৃত হন; অথবা

(৭) যিনি এই কাজ করার জন্য কোনো আদালত প্রাঙ্গণ বা সরকারি দপ্তর প্রাঙ্গন বা অন্যান্য প্রযোজ্য স্থানে এবং এর আশেপাশে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়া বর্ণিত ব্যবসা ধরায় বা কর্মসংগ্রহের বা (১) হইতে (৬) উপধারায় বর্ণিত কর্মকান্ডে ব্যাপৃত থাকেন।

**ধারা-৫। টাউটের অপরাধ ও দন্ড ।**— কেউ যদি ধারা-৪(১) হইতে ৪(৭) এর কর্মকান্ডে লিপ্ত হন তবে এরূপ কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

**ধারা-৬। অপরাধ পুনঃসংঘটনের দন্ড।**— এই আইনের কোনো ধারার অধীন কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হইলে এবং পরবর্তীতে তিনি একই অপরাধ পুনঃসংঘটন করিলে তিনি যে ধারায় দোষী সাব্যস্ত হইবেন উক্ত ধারায় নির্ধারিত দন্ডের দ্বিগুণ পরিমাণ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**ধারা-৭। অপরাধের বিচার, ইত্যাদি।**— (১) এই আইনের অপরাধ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং অ-আপোষযোগ্য (non-compoundable) হইবে।

(৩) সাব ইন্সপেক্টরের নিম্ন নয় এমন পুলিশ কর্মকর্তার অভিযোগ বা রিপোর্টের ভিত্তিতে অথবা এই আইনে উল্লেখিত অপরাধ সংঘটনের সংশ্লিষ্ট আদালত বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের 'উপযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা প্রতিনিধি' কর্তৃক থানায় বা উপযুক্ত আদালতে অভিযোগ দায়ের বা অপরাধ উদঘাটন রিপোর্ট দাখিলের ভিত্তিতে আদালত অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবে।

(৪) এই আইনের আওতায় থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের হইলে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করিতে হইবে।

(৫) এই আইনে উল্লেখিত অপরাধের বিচারকার্য অভিযোগ দায়েরের পর হইতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে এই আইনে বর্ণিত অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপিলের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

ধারা-৮। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ।**– আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন) এর তপশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

ধারা-৯। **টাউট সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষমতা ও কার্যধারা।**–(১) কোনো আদালতের বিচারক বা কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট অফিসের 'উপযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা প্রতিনিধি' বা পুলিশ অফিসার বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গীয় আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্য এই আইন অনুযায়ী কেউ টাউটের কার্য করিতেছে কিনা সন্দেহ করিলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বা প্রাঙ্গণে আগতদের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে দপ্তরে বা প্রাঙ্গণে ঘন ঘন আগমনের কারণ ও তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জানিতে পারিবেন।

(২) যদি কেউ উপধারা (১) অমান্য করে এবং যদি তিনি অসত্য তথ্য দেন বা উত্তরদানে অস্বীকার করেন বা সরকারি কর্মচারির মিথ্যা পরিচয় দেন বা অপরের রূপধারণ করিয়া অসততার পরিচয় দেন, তাহলে তিনি যথাক্রমে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৭৭, ১৭৯, ১৭০ ও ৪১৯ ধারার অপরাধ করিয়াছেন গন্য করা হইবে।

ধারা-১০। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ-কর্মের রক্ষণ।**– এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজ- কর্মের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য আদালত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তদকর্তৃক আইনানুগভাবে নিয়োগকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা অথবা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা-১১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ধারা-১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**– (১) The Touts Act, 1879 (Act no. XVlll of 1879) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইন এর অধীন কৃত কোন কাজ কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।